দৈনিক বাংলা
তারিখ 22 OCT 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাস-ফেলের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের জীবন

জীবনের অধিকাংশ ঘটনারই ভালমন্দ দুটা দিক থাকে। একেবারে নিরেট শুভ ঘটনা যেমন কম ঘটে, তেমনি সম্ভবত পরিপূর্ণ মন্দ ঘটনার সংখ্যাও কম। কথাটা মনে পড়ল পত্রিকান্তরের একটা রিপোর্ট দেখে। এই মওসুমে দেশের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি সমস্যা দেখা দেবে না। খুবই স্বস্তির কথা। প্রতি বছর ভর্তি মওসুমে ভর্তি সংকটের ফিরিস্তি দেখে দেখে সাধারণ মানুষ বিব্রত বোধ করেন। যারা ঐ সংকটের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অর্থাৎ ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক তাদের জন্য তো বিষয়টা ছিল রীতিমত যন্ত্রণাদায়ক। জীবনযন্ত্রণা কাকে বলে পুত্রকন্যাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে গেলে অভিভাবকরা তা ভালই টের পান। তবে এবারের শিক্ষাবর্ষে অন্তত এই অপ্রিয় অধ্যায়টা থেকে বোধহয় অনেকে মুক্তি পাবেন।

ভর্তি সংকটের অবসান ঘটুক এটা দেশের শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা চেয়েছেন সব সময়েই। তবে তারা যেভাবে চেয়েছেন ঘটনা সেভাবেই ঘটেছে একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। নিরঙ্কুশ শুভ ঘটনা নয় এটা। আলোকিত দিকের উল্টা পিঠে অন্ধকার গভীর। এবার ভর্তি সংকট হবে না কারণ পাস করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা (৫টি শিক্ষা বোর্ড ধরে) ১,২৭,৫০৪। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ২,১৭,৫৪৬। অর্থাৎ এ বছর ৯০ হাজারের চেয়েও কিছু বেশী সীটের সমস্যা আপনিই দূর হয়েছে। প্রায় এক লক্ষ সীটের চাহিদা কম হলে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে ডিগ্রী কোর্সে এবার ভর্তি সমস্যা পীড়াদায়ক হবে না বলেই মনে হয়। সরকারী পরিসংখ্যান সূত্রে বলা হয়েছে, এ বছর কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আসন শূন্য থাকবে এমন আশংকা আছে। দেশের নয়টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারী কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলিত আসন সংখ্যা ১৮০০০-এর মত। এর ওপর ২২১টি সরকারী কলেজ এবং ৩৯১টি বেসরকারী কলেজও আছে। ১৩টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজ এবং প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজগুলোও হাজার দুয়েক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে। তার ওপর অনেক ছাত্রছাত্রী বিদেশে চলে যায় লেখাপড়া করতে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের আস্থা নেই। এদের কতখানি অপরাধ তা বিবেচনার বিষয়। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চার বছরের কোর্স সম্পূর্ণ করতে ৬/৭ বছর পেরিয়ে যায় এমন একটা কথা চালু আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হরতাল, সন্ত্রাসও লেগে থাকে। তাই যার সঙ্গতি এবং সুযোগ আছে সে বিদেশে যেতেই পারে। তবে সমস্যার চরিত্রটা এবার বোধ হয় পাল্টে যাবে। শূন্য আসন পূর্ণ নাও হতে পারে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষার্থীরা দ্বন্দ্বে পড়তে পারে কোন ব্যর্থতা অধিক গ্লানিকর? পরীক্ষায় পাস করতে না পারা, নাকি পাস করে ভর্তি হতে না পারা?

খেলায় হারজিত থাকে। পরীক্ষায় ও পাস-ফেল থাকবে। কিন্তু এবারের রেজাল্ট সাধারণ রেকর্ড ভঙ্গ করেছে বলতে হবে। ঢাকা বোর্ডে ২৪.৩২ শতাংশ, কুমিল্লা বোর্ডে ৩০.৭৬%, যশোরে ১৯.৩৫%, চট্টগ্রামে ৩৪.৪৯% এবং রাজশাহীতে ২৩.৪৭ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করেছে। প্রথম প্রকাশিত চারটি বোর্ডে ২ লাখ ৯৫ হাজার ছাত্রছাত্রী ফেল করেছে, আর রাজশাহী বোর্ডে ফেল করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৯২ হাজার। অর্থাৎ ৫ বোর্ডে সর্বমোট ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ছাত্রছাত্রী ফেল করেছে। যারা পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের গরিষ্ঠ অংশ ফেল করেছে। কিন্তু এ জন্য কে দায়ী? অথবা কি দায়ী? দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, নাকি শিক্ষা ব্যবস্থা? প্রতিটি ব্যবস্থাই এখানে ত্রুটিপূর্ণ, এ কথা বললে ভুল হবে না। তবু কার দায় কতখানি এবং কাদের দায়িত্ব সর্বাধিক এসব বিষয় হয়ত বিচার- বিশ্লেষণ করা দরকার।

এদেশের রাজনীতিবিদরা সব সময় খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলতে ভালবাসেন। মুখে ফুল-চন্দন পড়ার যোগ্য কথাই তারা সচরাচর বলেন। পরীক্ষা ফেলের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনীতিকের মতের পার্থক্য আছে। কেউ বলেছেন, এবার নকলের সুযোগ কম ছিল তাই ফেলের হার বেশী। আবার কেউ বলছেন, এবার নকলের ঘটনা বেশী ঘটেছে। অনেক কেন্দ্রে গোলাগুলি হয়েছে। রাজনৈতিক বিশৃংখলা এ জন্য দায়ী বলে তারা মনে করেন।

অর্থনীতি, সমাজ এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ভূমিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। চমৎকার কিছু সিদ্ধান্তের কথা অবশ্য আমরা শুনতে পাই। কিন্তু তার বাস্তবায়ন দেখি না। কথার রাজনীতি আর কাজের রাজনীতিতে এখানে অনেক দূরত্ব। কোন বিশেষ দলের ক্ষমতার মেয়াদে এই দূরত্ব কখনও সংকুচিত হতে দেখা যায় না। গ্যাপটা যথারীতি বজায় থাকে।

অর্থনীতি এবং শিক্ষার সম্পর্ক পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল। শিক্ষিত জনশক্তির সহযোগিতা ছাড়া অর্থনীতির বিকাশ সম্ভব নয়। আবার অর্থবল না থাকলে যে শিক্ষা অর্জন কষ্টসাধ্য সে কথা আমাদের মত আর কে জানে? বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বা বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে পড়বার খরচপাতির হিসাব শুনলে সাধারণ অভিভাবকদের ভিরমি খাবার অবস্থা হয়। উচ্চ শিক্ষার ওপর তাই নির্দিষ্ট শ্রেণীর আধিপত্য বজায় থাকবে একথা বলা যায়। অদূর ভবিষ্যতে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে এ রকম আশা করবার কোন কারণ এখন পর্যন্ত ঘটেনি।

এদেশের রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক ইস্যুগুলোকেই বড় করে দেখেন। জনসাধারণ কি চায় তা তারা সবাই তা তেমন বোঝার চেষ্টা করেন না। পেটে খাওয়া এবং পিঠে সইবার পুরানো তত্ত্বেই জনসাধারণ অধিক আস্থা রাখে। খাদ্য, চিকিৎসা ও শিক্ষার মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে তাদের আগ্রহ। এসব ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ-সুবিধা কতখানি বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন হচ্ছে কিনা—এইসব বিষয়গুলোর নিরিখেই তারা সরকারের সাফল্য বা ব্যর্থতার মূল্যায়ন করবে।

এ বছর ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি সমস্যা থাকবেন—না এ খবরে আমরা খুশি হতে পারতাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য। খবরটা যেভাবে এলে খুশি হওয়া যায় সেভাবে আসেনি। এ পরিস্থিতির জন্য সব দোষ নিশ্চয় ক্ষমতাসীন সরকারের নয়। কিন্তু অবস্থা পরিবর্তনের দায়িত্ব তো কাউকে নিতে হবে। এ সমাজে দোষ সব সময়েই নন্দ ঘোষের। কিন্তু ত্রুটি সংশোধনের দায়িত্ব কারও নয়। আমরা আশা করব এ মনোভাবের পরিবর্তন হবে। সোনার হরিণ আমরা চাই না। একটা সাধারণ এবং স্বাভাবিক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকলেই এদেশের মানুষ খুশি হবে। ঠিক যেমন তারা আনন্দিত হবে একটা সাধারণ, সুস্থ জীবনযাত্রার অধিকার পেলে।

— কণিকা মাহফুজ